দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... APR 3 1989 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

135

ছাত্রদের ফেনসিডিলে আসক্ত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য ॥ শিক্ষিকাসহ ৬ জনকে বহিষ্কার

আবুল খায়ের ॥ রাজধানীর কয়েকটি স্থানে স্কুল ছাত্রদের বাসায় এবং ভিডিও ক্লাব কৌশলে নিয়া পরিকল্পিতভাবে ফেনসিডিলে আসক্ত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ধানমন্ডি এলাকায় একটি নামী ইংলিশ স্কুল হইতে একজন শিক্ষিকা এবং ৫ জন ছাত্রকে

(২য় পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগে বহিষ্কার করিয়াছেন। এই শিক্ষিকার বাসায় ছাত্রদের ফেনসিডিলে আসক্ত করা হইত। একজন অভিভাবক দুইদিন যাবৎ ছাত্রের খোঁজ না পাইয়া উক্ত শিক্ষিকার বাসায় যান এবং তাহাকে নেশায় আসক্ত অবস্থায় সেখান হইতে উদ্ধার করেন। ইহার পর অভিভাবকগণ উক্ত স্কুলে গিয়া প্রধান শিক্ষকের নিকট বিষয়টি জানান। পরে প্রধান শিক্ষক বিষয়টি প্রকাশ না করিয়া গোপনীয়ভাবে তদন্ত করিতে গিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান। দীর্ঘদিন যাবৎ এ শিক্ষিকা ছাত্রদের প্রাইভেট পড়ানোর কথা বলিয়া তাহাদের বাসায় নিয়া যাইতেন। প্রথমে ছাত্রদের তাহার বাসায় ভিডিওতে অশ্লীল ছবি দেখাইতেন। পর্যায়ক্রমে তাহাদের ফ্রি ফেনসিডিল সেবন করিতে দিতেন। এইভাবে ছাত্ররা ফেনসিডিলে আসক্ত হইয়া পড়িত। এইভাবে অন্তত ৫ জন ছাত্র ফেনসিডিলে আসক্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের ডাকিয়া বিষয়টি উপস্থাপন করেন। ঐ দিনই প্রধান শিক্ষক উক্ত শিক্ষিকা এবং ৫ জন ছাত্রকে স্কুল হইতে বহিষ্কার করার নির্দেশ দেন।

এদিকে নিউমার্কেট সংলগ্ন চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটের দোতলা হইতে তিনতলায় রহিয়াছে স্কুল ছাত্রদের কৌশলে আনিয়া নেশায় আসক্ত করার ব্যবস্থা। সেখানে ভিডিও ক্লাব রহিয়াছে। এই সকল ক্লাবে ছাত্রদের নোংরা ছবি দেখানো হয়। একবার কোন ছাত্র এই ধরনের ছবি দেখার পর তাহাকে আর দ্বিতীয় বার ক্লাবে আসার জন্য বলিতে হয় না। সে স্বেচ্ছায় চলিয়া আসে। এ সকল ক্লাবে কয়েকদিন যাওয়ার পর ফেনসিডিল ব্যবসায়ীদের নিয়োজিত কর্মীরা আগতদের প্রথমে ফ্রি ফেনসিডিল সেবন করিতে দেয়। কেহ সেবন করিতে অপরাগতা জানাইলে তাহাকে সরবত বলিয়া ইহা পান করানো হয়। ফেনসিডিল পান করা হইতে কেহ রেহাই পায় না। ক্রমান্বয়ে, সে নিজেই ফেনসিডিলের সন্ধান করিতে থাকে। আশেপাশের স্কুল-কলেজের বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র উক্ত মার্কেটের ভিডিও ক্লাবে গিয়া ফেনসিডিলে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল অভিযোগের ভিত্তিতে গতমাসে ধানমন্ডি থানার পুলিশ উক্ত মার্কেটে কয়েক দফা অভিযান চালায় বলিয়া জানান হয়।

ইহাছাড়া নিউমার্কেট কাচাবাজারের আশেপাশের এলাকা রহিয়াছে ফেনসিডিলের আড়ত। সেখানেও অনুরূপভাবে ছাত্রদের ফেনসিডিলে আসক্ত করার ব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত এলাকার স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিরতির সময় ভিডিও ক্লাবে কিংবা স্কুলের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কোন ছাত্রকে স্কুলের বাহিরে অথবা ভিডিও ক্লাবে পাওয়া গেলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের নোটিস দিয়াছেন। চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটে সরেজমিনে গিয়া ফেনসিডিল ব্যবসায়ীদের তৎপরতা দেখা গিয়াছে। এ ব্যাপারে উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) হাসান মাহমুদ খন্দকার চন্দ্রিমা সুপার মার্কেট ও উহার আশেপাশের এলাকায় ফেনসিডিল ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে বলিয়া জানান।

যাত্রাবাড়ী ও গোলাপবাগ এলাকায়ও ফেনসিডিলে আসক্ত করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। একজনকে নূতন করিয়া আসক্ত করিতে পারিলে তাহাকে দিয়া ফেনসিডিল ব্যবসায়ীর প্রচুর আয় হয় বলিয়া একজন শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তা অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। পুলিশের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, সীমান্ত দিয়া একদিনে যে পরিমাণ ফেনসিডিল এদেশে আসে, ৬ মাসেও পুলিশ সেই পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার করিতে পারে না। একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জানান, সিরাপ হিসাবে প্রথম যে ফেনসিডিল তৈরী করা হইতে এবং বর্তমানে যে ফেনসিডিল মাদক হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে তাহা এক জিনিস নয়। এখনকার ফেনসিডিলে দ্রুত নেশা হওয়ার জন্য এক ধরনের বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রণ করা হইয়া থাকে। এই ফেনসিডিল সেবনে শুধু যে নেশাই হয় তাহা নহে, লিভারের জটিলতাসহ বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ারও আশংকা থাকে। ইহাতে জ্ঞান-বুদ্ধিও হ্রাস পায় বলিয়া উক্ত চিকিৎসক অভিমত পোষণ করেন। এই ব্যাপারে মহানগর পুলিশ কমিশনার এ কে এম শামসুদ্দীন বলিয়াছেন, নগরীতে ফেনসিডিল ব্যবসার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। এই ফেনসিডিলসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা হইতে সন্তানদের রক্ষা করিতে হইলে সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে বলিয়া কয়েকজন অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মকর্তা অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।